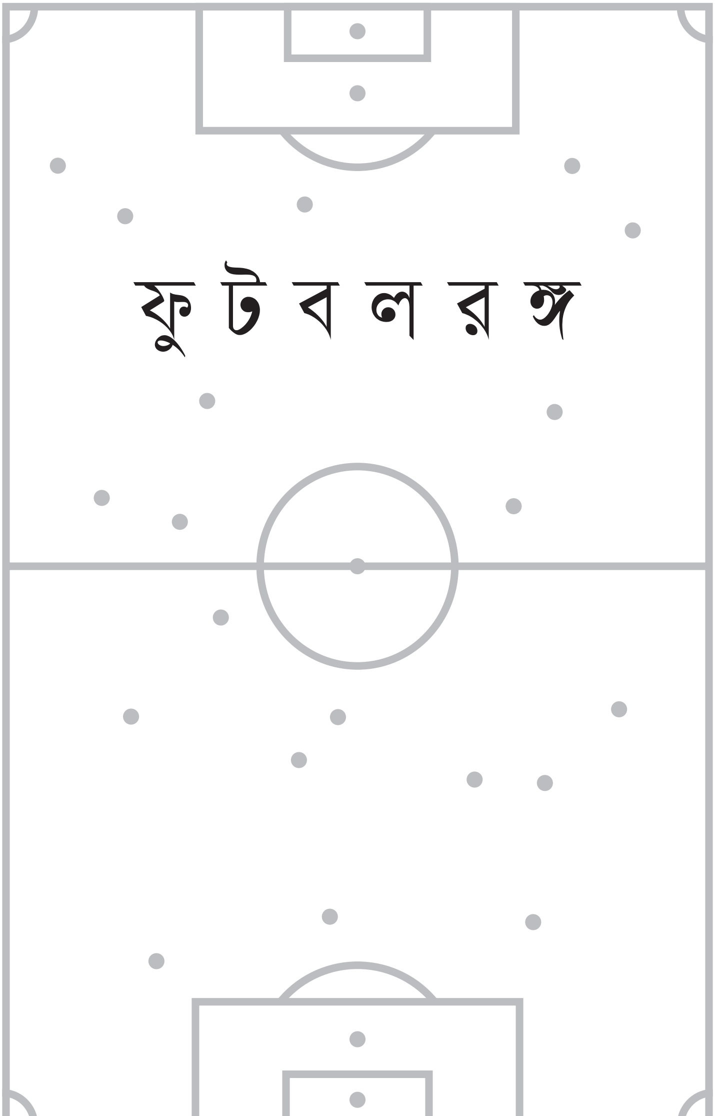

# ফুটবলরঙ্গ

# ফুটবলরঙ্গ

মাসুদ মাহমুদ

KOBI PROKASHANI

ফুটবলরঙ্গ
মাসুদ মাহমুদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

অঙ্গসজ্জা
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

---

Footballranga by Masud Mahmud Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: May 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95043-3-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

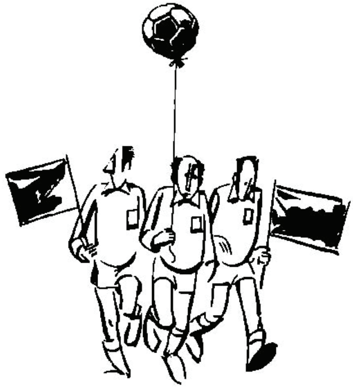

# ভূমিকা

বইটি আমার মৌলিক রচনা নয়—শুরুতেই সেটা বলে রাখা দরকার। বিদেশি পত্রপত্রিকা এবং বই ঘেঁটে উদ্ধার করেছি সবকিছু। বইয়ে ব্যবহৃত প্রতিটি কার্টুনও বিদেশি। তাই সংগ্রহটুকুই আমার কৃতিত্ব, এর বেশি কিছু নয়।

**মাসুদ মাহমুদ**
ঢাকা

# সূচিপত্র

ফুটবল ফুটবল ৯
ইতিহাসের ইতিহাস ১৩
অচেনা ফুটবল : ফুটবল ইতিহাসের চমকপ্রদ দিক ১৫
ফুটবলে কনিষ্ঠ খেলোয়াড়শ্রেষ্ঠ ২১
ফুটবলে কৌশলের ক্রমরূপান্তর ২৪
ফুটবলের অবাক সন্দেশ ২৯
ফুটবলরঙ্গ ৩৯
বিশ্বকাপের ম্যাসকট ১১৭

# ফুটবল ফুটবল

[পৃথিবীতে তিন রকমের মানুষ আছে। একদল—ফুটবল-প্রেমিক, আরেক দল—ফুটবল-উদাসীন এবং তৃতীয় দল—ফুটবল-বিদ্বেষী।

ফুটবল বিষয়ে প্রতিটি লোকের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। বিদেশি পত্রপত্রিকা ও বই থেকে পৃথিবী-বিখ্যাত কিছু ব্যক্তির মতামত পাওয়া গেছে ফুটবল সম্পর্কে। কেবল সৈয়দ শামসুল হক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং হামিদা পারভীনের মতামত সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সংগৃহীত।]

■ ফুটবল আসলে অনেকগুলো খেলার সংমিশ্রণ, যেমন—দৌড়, ঝাঁপ, নিক্ষেপ।...পরিবেশ এবং আস্থা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক কর্তব্যবোধের শিক্ষা দেয় ফুটবল। কর্তব্যটি হতে পারে একক কিংবা দলগত। ফুটবল সতীর্থের ভুল শোধরানো শেখায়। যে খেলাটি এতগুলো মহৎ গুণ শিক্ষা দেয়, সেটাকে সব খেলার শ্রেষ্ঠ খেলা স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় আছে?

**পিয়ের দ্য কুবের্তে**

আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক।

■ আমি প্রায়ই ভাবি : ফুটবলের প্রতি আমার যে ভালোবাসা, সেটার কোনো লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে কি? না হলে এতটা অমোঘ আকর্ষণের কারণ কী? ফুটবলের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আসলে প্লেটোনিক, যা থেকে আমাদের লাভের পরিমাণ অতিশয় কিঞ্চিৎ। তাই, ফুটবলের সবকিছু বোঝা সম্ভব এবং সব রহস্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব—এমনটি ভাবা উচিত নয়। ফুটবলের অনেক কিছুই ব্যাখ্যাতীত, ঠিক তার প্রতি আমাদের ভালোবাসার মতোই।

**ইউরি ত্রিকোনভ**

সোভিয়েত লেখক।

■ এত প্রচণ্ড প্রকাশধর্মিতা ফুটবল কোত্থেকে পেল? মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে সে কোন শক্তিতে?

বুঝতে পারি না, রহস্যটা কোথায়। দৃশ্যটা তো অসাধারণ কিছু নয়—২০ জন মিলে একটা বল দুমদাম পাঠিয়ে দিচ্ছে এদিক-সেদিক। অথচ এই ঘটনাটাই প্রভাব ফেলছে হাজার হাজার লোকের ওপরে।...একজন চিত্রপরিচালক যদি শিখতে পারত রহস্যটা!

**সের্গেই আইজেনস্টাইন**
সোভিয়েত চিত্রপরিচালক।

■ ফুটবল হলো নিঃশব্দ সংকেতমালার সম্মিলন বিশেষ, যেগুলো সচরাচর থাকে চিত্রকলায় এবং চলচ্চিত্রে। প্রতিটি ফুটবলারের আলাদা ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণকে তুলনা করা যেতে পারে ভাষাবিদ্যার প্রাথমিক এককগুলোর সাথে। আর সব ফুটবলারের কার্যকলাপের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় একটি 'ভাষা', যে ভাষার কথা বলে ফুটবল।

**পিয়ের-পাওলো পাজোলিনি**
ইতালীয় চিত্রপরিচালক এবং লেখক।

■ খেলোয়াড়দের ফুটবলার-জীবন খুব সংক্ষিপ্ত। তাই কোনোকিছুর 'রাফ কপি' করার সময় নেই; যা করার, একবারে 'ফ্রেশ কপি' করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। আমি সবসময় তা-ই করে এসেছি, এখনও সেটার চেষ্টাই করে যাচ্ছি। বলা যায়, জীবনের সবকিছু আমাকে শিখিয়েছে ফুটবল। এর চেয়ে ভালো কোনো খেলার কথা আমার জানা নেই।

**লেভ ইয়াশিন**
সোভিয়েত গোলরক্ষক।

■ আমি মনে করি, ফুটবল হবে আনন্দদায়ক নাটকের মতো, আর সমর্থকেরা—দর্শক।

সত্যিকারের ফুটবল, আমার মতে, শুরু হয় তখন, যখন খেলায় গোলের সম্ভাবনার মুহূর্ত উপস্থিত হয়। খেলার সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করে

এই মুহূর্তগুলো, যখন অসহনীয় মানসিক উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ আপ্লুত করে দর্শকদের। খেলায় যখন গোলের সম্ভাবনা মুহূর্ত অনুপস্থিত, তখন ফুটবল পর্যবসিত হয় সারা মাঠজুড়ে খেলোয়াড়দের অনর্থক দৌড়াদৌড়িতে।

**মিশেল প্লাচিনি**

১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫ সালে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার।

■ ফুটবল খেলার প্রতি আমার আকর্ষণটা খুবই সশ্রদ্ধ এবং অদ্ভুত প্রকৃতির। পৃথিবীর সব খেলাই ভালো এবং সবেতেই মজা আছে, কিন্তু কেন জানি না ফুটবল খেলাটাকে আমার কেমন যেন 'ম্যাজিক ম্যাজিক' বলে মনে হয়। না, আমি কোনো 'ছু-মন্তর'-এর কথা বলছি না, বলছি ফুটবল খেলার সবকিছুকে ঘিরে যে একটা ম্যাজিকের মতো পরিবেশ আছে তার কথা। ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে যখন খেতে বসতাম, মনে আছে, তখন পাড়ার বন্ধুদের বল নিয়ে প্র্যাকটিস করার আওয়াজ ভেসে আসত।...সেই আওয়াজের জাদুতে আমার চা-জলখাবার খাওয়ার স্পিড বেড়ে যেত। নাকে-মুখে কোনোমতে কিছু গুঁজে মনের অজান্তে কখন যেন দৌড় দিতাম তা আমাকেও অবাক করে দিত। কত খেলা আছে—কিন্তু ফুটবলের আওয়াজের মতো অত স্পিডে খাবার ভ্যানিশ করানোর ক্ষমতা বোধহয় আর কোনো খেলায় নেই।

**পিসি সরকার (জুনিয়র)**

জাদুকর।

■ আমি জীবনে কোনোদিন কোনো খেলা খেলিনি। তবে একটি বল নিয়ে বাইশজন লোক কেন দাপাদাপি করে, আমি সেটা বুঝতে পারি না।

**সৈদয় শামসুল হক**

কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং ছোটগল্পকার।

■ আমি বলের তিন নম্বরের বেশি উঠতে পারিনি, পাঁচ নম্বর সম্পর্কে ধারণা খুবই কম। এই খেলায় খেলোয়াড়রা হারে কিংবা জেতে আর দর্শকরা

মারামারি করে। কেউ কেউ বলে, নতুন নতুন দারুণ দারুণ গালাগালি যদি শিখতে চাও, তাহলে ফুটবল খেলার মাঠে যাও।

তবে, টেলিভিশনে ম্যারাডোনা কিংবা প্লাতিনির খেলা দেখতে গেলে চোখ আটকে যায়। তখন মনে হয়, মানুষের পায়েও প্রতিভা থাকতে পারে।

**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**
কবি, সাহিত্যিক।

■ ফুটবল আমার দুচোখের বিষ। কী যে মজা ওতে পায় লোকে, সেটা আমার মাথায় আসে না। সবাই ফুটবল দেখে, তাতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু ফুটবল দেখবে, চিৎকার করে গলা ফাটাবে, ঝগড়া করবে উত্তেজিত হয়ে (কোনো স্বার্থ ছাড়া অমন করে ঝগড়া করা সম্ভব কীভাবে, ভেবে পাই না), হাতাহাতি করবে—এ কী রে, বাবা!

আমার কর্তা মাঝেমধ্যে ফুটবল নিয়ে এত মত্ত থাকেন যে, ফুটবলকে আমার সতীন মনে হয় প্রায়ই।

**হামিদা পারভীন**
একজন গৃহিণী।

# ইতিহাসের ইতিহাস

ইংল্যান্ডকে ফুটবলের জন্মভূমি বলা হলেও কথাটা সম্ভবত সঠিক নয়।

কারণ, কয়েক হাজার বছর আগে চীন এবং জাপানে বল নিয়ে এক ধরনের দলীয় খেলার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। সেই সময় বিজয়ী দলকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হতো ফুল কিংবা ফুলদানি। বিজিত দলের জন্য প্রাপ্য থাকত বেত্রাঘাত।

■ ফারাওদের সময় প্রাচীন মিসর এবং পারস্যে বল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটি খেলা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রিসেও ফুটবলসদৃশ একটি খেলা জনপ্রিয় ছিল ভীষণ। খেলার সময় মাঠে খেলোয়াড়রা ছাড়াও উপস্থিত থাকত একজন আম্পায়ার। খেলাটির নাম ছিল 'এপিসকিরোস'।

প্রাচীন রোমানরা যখন গ্রিস দখল করল, সাথে সাথে তারা সাদরে গ্রহণ করল প্রকৌশল, শিল্প-সংস্কৃতি এবং খেলাধুলোয় গ্রিসের বিভিন্ন সাফল্য ও অগ্রগতিকে। ফুটবলসদৃশ খেলাটিও বিপুল প্রসার লাভ করল রোমান সাম্রাজ্যে। তারা খেলাটির নাম দিয়েছিল 'হারপাস্‌তুম'।

বলা বাহুল্য, রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল ইউরোপের অধিকাংশ জায়াগজুড়ে এবং ইংল্যান্ড পুরোপুরি ছিল রোমান সাম্রাজ্যের দখলে।

■ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমানদের দৌলতে ইংল্যান্ডে আমদানি হলো 'হারপাস্‌তুম' খেলার। স্থানীয় লোকজন খুব দ্রুত শিখে ফেলল খেলাটি। ভীষণ জনপ্রিয় তা ব্রিটেনের কৃষকদের ভেতরে। খেলাটি তখনই চমৎকার এই ইংরেজি নামটি পেল—'ফুটবল'।

■ ফুটবল তখন ছিল ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপজ্জনক খেলা। সে কারণেই সম্রাট দ্বিতীয় এডওয়ার্ডসহ অনেক শাসকই ফুটবলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

শেকসপিয়রের একটি নাটকে 'ফুটবলার' শব্দটি আছে। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন খিস্তি হিসেবে।

■ ইংল্যান্ডে ফুটবলের জনপ্রিয়তা এতই প্রবল ছিল যে, খেলা চলত রাস্তায়, মাঠে-ময়দানে, বাজারে—যদিও খেলার নিয়মকানুন একেবারেই প্রায় ছিল না তখনও।

তখনকার শাসকগোষ্ঠী ফুটবলকে একটি সামাজিক বিনোদন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিল না। বরং ফুটবলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যে দলিলটি ছিল, তাতে ফুটবল খেলার অপরাধে গ্রেপ্তার করার নির্দেশনামা ছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপরে।

■ হাজার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অব্যাহত রইল ফুটবলের অগ্রযাত্রা। সুনির্দিষ্ট একটি চরিত্র ধারণ করতে ফুটবলের কেটে গেল বেশ কয়েক শতাব্দী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের স্কুলগুলোয় জেঁকে বসল ফুটবল। চল্লিশের দশকের দিকে প্রতিষ্ঠিত হলো কয়েকটি ফুটবল ক্লাব।

■ বস্তুত ফুটবলের জন্মস্থান ইংল্যান্ড না হলেও তাকে ফুটবলের প্রতিপালক বলা চলে। ফুটবলের আধুনিকায়ন, জনপ্রিয়তা, প্রসার—সবকিছুর পেছনে ইংল্যান্ডের অবদান অপরিসীম, এ কথা অনস্বীকার্য।

# অচেনা ফুটবল : ফুটবল ইতিহাসের চমকপ্রদ দিক

■ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটি আধুনিক ফুটবলের নিয়ম রচনা করেন ১৮৪৮ সালে। পৃথিবীর প্রথম ফুটবল ক্লাবের নাম 'শেফিল্ড এফ কে'। ইংল্যান্ডের শেফিল্ড শহরে ১৮৫৭ সালের ২০ অক্টোবর স্থাপিত হয়েছিল ক্লাবটি। এই বছরেই আধুনিক ফুটবলের প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

■ ১৮৬২ সালে 'নট্স কাউন্টি' নামে যে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দলটি টিকে আছে আজ পর্যন্ত। ফুটবলের নিয়মকানুনে কিছু পরিবর্তন সাধিত করা হয় এই বছরেই, যেমন—'বল গোললাইন পার হয়ে গেলেই গোল হয়েছে বলে ধরা হবে, যদি বলটি হাতের সাহায্যে না মারা হয়।'

ফুটবলের ওপরে রচিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম বই প্রকাশিত হয় লন্ডনে ১৮৬৩ সালে। বইটির রচয়িতা ছিলেন ডি. ফ্রিংগ।

■ ১৮৬৫ সালের আগে পর্যন্ত গোলপোস্টে কোনো ক্রসবার থাকত না। দুই সাইডবারের মাঝখান দিয়ে বল পাঠাতে পারলেই গোল হতো, তা যত উঁচু দিয়েই যাক! সেই বছরই ৮ ফুট উঁচু দুই গোলপোস্টের মাথায় ক্রসবার হিসেবে ফিতে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফ্রি কিকের প্রচলনও এ বছরেই।

■ অফসাইড নিয়মের প্রচলন হয় ১৮৬৬ সালে এবং ফেয়ার ক্যাচ বা হাত দিয়ে বল ধরার নিয়ম বাতিল ঘোষণা করা হয়। এর আগে পর্যন্ত খেলা চলাকালীন যেকোনো খেলোয়াড় হাত দিয়ে বল থামাতে পারত।

■ **১৮৭১** সালে নিয়ম করা হয়—'গোলরক্ষকই একমাত্র খেলোয়াড়, সে হাত দিয়ে বল স্পর্শ করার অধিকার রাখে।' আইনটির ভেতরে যে বিশাল ফাঁক ছিল, সেটাকে ব্যবহার করতে পিছপা হতো না তখনকার গোলরক্ষকেরা—বল হাতে ধরে তারা চলে যেত মাঠের যেখানে-সেখানে।

■ **১৮৭১** সালের আগে পর্যন্ত খেলার বাঁধা-ধরা কোনো সময়সীমা ছিল না। প্রতিপক্ষ দল দুটো খেলা শুরু হওয়ার আগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করত খেলার সময় কিংবা কত গোল হওয়া পর্যন্ত খেলা চলবে, সেই বিষয়টি। খেলায় কবার বিরতি হবে, সেটাও স্থির করা হতো আগেই।

বিরতিগুলো তখন হতো অতিশয় দীর্ঘ। খেলোয়াড়েরা গোসল করত, কাপড় বদলাত, বিশ্রাম নিত। পরে খেলার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় দেড় ঘণ্টা। খেলায় একটি মাত্র বিরতির আইন চালু হয় **১৮৮৩** সালে।

■ প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে ১৮৭২ সালের ৩০ নভেম্বর। স্থানীয় একটি ক্রিকেট ক্লাবের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই খেলায় অংশ নিয়েছিল ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড।

ইংল্যান্ড দলের রক্ষণভাগে ছিল একজন খেলোয়াড়, মধ্যমাঠে একজন এবং বাকি আটজন আক্রমণভাগে। আর স্কটল্যান্ড দলে দুজন খেলোয়াড় ছিল রক্ষণভাগে, দুজন মধ্যমাঠে এবং আক্রমণভাগে বাকি ছয়জন। দুদলে চৌদ্দজন স্ট্রাইকার খেললেও সারা খেলায় গোল হয়নি একটিও। খেলা শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে ০-০ গোলে।

■ ফুটবল খেলা চলছে; কিন্তু খেলা পরিচালনার জন্য রেফারি নেই মাঠে, ভাবা যায়? অথচ আগেকার দিনে খেলাগুলোয় কোনো রেফারি থাকত না। প্রতিপক্ষ দল দুটোর পক্ষ থেকে থাকত দুজন প্রতিনিধি। তারা খেলায় অংশ নিত না। তবে প্রয়োজনের সময় খেলা থামিয়ে দিতে পারত পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে।